আনন্দপুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নয়া মোড়

স্টাফ রিপোর্টার: আনন্দপুর হ্যতাকাণ্ডের ঘটনায় নয়া মোড়। সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই উল্টোডাঙায় গৃহবধূ অর্চনা পালংদারকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে প্রেমিক বলরাম। তদন্তের পর নিশ্চিত করে জানাল পুলিশ। বলরামের ফোনের কললিস্ট ঘেঁটেই মেলে খুনের সূত্র। সেই সূত্র ধরে ধর্মতলার এক হোটেলকর্মীকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতারের পরই সামনে এল এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। ১৭ সেপ্টেম্বর মোবাইল সারানোর নামে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান অর্চনা। ৩ দিন পর চৌবাগা লকগেটে গৃহবধূ অর্চনার বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার করে আনন্দপুর থানার পুলিশ। দেহে তখন পচন ধরে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে সেদিন অর্চনার পরিচয় জানা যায়নি। পরদিন অর্চনার স্বামী পিন্টু পালংদার স্ত্রীর দেহ শনাক্ত করেন। তাতেই সামনে আসে উল্টোডাঙার গৃহবধূর পরিচয়। এই খুনের ঘটনায়, প্রথম থেকেই সন্দেহের তির গিয়ে পড়ে অর্চনার প্রেমিক বলরামের উপর। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই খুন বলে একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল বলরাম। তার কোনও খোঁজ মিলছিল

না। বলরামের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করে পুলিশ। তল্লাশি চালানো হয় পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও। প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা ছিল বলরাম। কলকাতার ফুলের ব্যবসা ছিল তার। এরপরই এদিন সকালে ঝাড়খণ্ড থেকে আশিস যাদব নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। বলরাম ও আশিস দু'জনেই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। বলরামের কললিস্ট ঘেঁটেই আশিস জানান, খুনের দিন অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর বলরামের সঙ্গে ধর্মতলার তাদের হোটেলে উঠেছিলেন অর্চনা। আর তারপর হোটেলের ঘরেই খুন হল অর্চনা। পুলিশকে আশিস জানিয়েছেন, সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে যুগলের মধ্যে বচসা বাধে। তারপর হোটেলের ঘরেই প্রেমিকা অর্চনাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রেমিক বলরাম। অর্চনাকে খুনের পর হোটেলের ঘরে নিজেও আত্মঘাতী হয় বলরাম। ঘটনার কথা মানে আসতেই বদনাম এড়াতে প্রমাণ লোপাট করে সচেষ্ট হয়ে ওঠে হোটেল কর্তৃপক্ষ। রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয় যুগলের দেহ। বস্তাবন্দি করে অর্চনার দেহ ফেলে আসা হয় আনন্দপুর পাম্পিং স্টেশনে। তবে এখনও বলরামের দেহের কোনও খোঁজ মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত আশিস যাদবকে সঙ্গে নিয়ে এবার বলরামের দেহের সন্ধান চালানো হবে। একইসঙ্গে জোড়া দেহ লোপাটের মতো জঘন্য অপরাধের জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনশন বহাল রেখেই পড়ুয়াদের নতুন দাবি প্রেসিডেন্সিতে

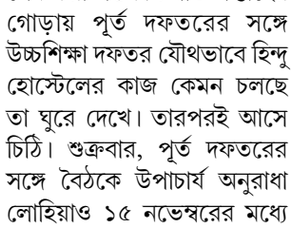

স্টাফ রিপোর্টার: ১৫ নভেম্বরের মধ্যে হিন্দু হোস্টেলের একটি বিল্ডিংয়ের সংস্কারের কাজ শেষ হবে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাল উচ্চশিক্ষা দফতর। সরকারের চিঠির কথা পড়ুয়াদের জানিয়ে তংাদের অনশন তোলার আবেদন জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও, অনশন বহাল রেখেই পড়ুয়াদের নতুন দাবি, ১৫ নভেম্বরের আগে আপাতত তাঁদের হিন্দু হোস্টেলে বই, খাতা রাখতে দেওয়া হোক। সোমবার থেকে হিন্দু হোস্টেলের দাবিতে শুরু হয়েছে অনশন। পরিস্থিতি সামল দিতে প্রেসিডেন্সি কর্তৃপক্ষের ভরসা সরকারের চিঠি। শুক্রবার উচ্চশিক্ষা দফতর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে জানায়, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে হিন্দু হোস্টেলে ১১০ আসনের প্রথম বিল্ডিংয়ে সংস্কারের কাজ শেষ করা সম্ভব। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় পূর্ত দফতরের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা দফতর যৌথভাবে হিন্দু হোস্টেলের কাজ কেমন চলছে তা ঘুরে দেখে। তারপরই আসে চিঠি। শুক্রবার, পূর্ত দফতরের সঙ্গে বৈঠকে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়াও ১৫ নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা মনে করিয়ে দেন। উচ্চশিক্ষা দফতরের চিঠি সামনে রেখে পড়ুয়াদের অনশন তোলার আর্জি জানায় কর্তৃপক্ষ। হিন্দু হোস্টেলের দাবি তো আছেই। সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও এক সমস্যা। ১০ সেপ্টেম্বর সমাবর্তনের আগের দিন গেট বন্ধ দেখে প্রেসিডেন্সির দরজা থেকে ফিরে যান উপাচার্য। কারা গেট বন্ধ করল, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিটি তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। ৯ জন অনশনকারী পড়ুয়া সহ ৩৫ জনকে চিহ্নিত করে তাঁদের তদন্ত কমিটির সামনে হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছে। শুক্রবার বসেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা। তবে, তাঁদের মুখোমুখি হতে নারাজ পড়ুয়ারা। কমিটির কাছে না গিয়ে ঘরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ সামিল হন তংারা। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, ১৫ নভেম্বর হিন্দু হোস্টেলে একটি বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ হওয়ার আগে আপাতত সেখানে তাঁদের বই, খাতা সহ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখতে দিতে হবে। উপাচার্যকে আটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট বন্ধের কারণ খুঁজতে তৈরি তদন্ত কমিটিও বাতিল করতে হবে। দাবি আদায়ে পড়ুয়ারা এখনও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হয়ে পড়ায় ইতিমধ্যেই একাধিক ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা, ধৃত ২

স্টাফ রিপোর্টার: কানাডায় চাকরি পেতে আর এদিক-ওদিক ঘুরতে হবে না, বরং শহরে বসেই নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে যাওয়া যাবে কানাডায়। এভাবেই আকর্ষণীয় চাকরির টোপ দেখিয়ে ফাঁদ পেতেছিল বর্ণালী বিশ্বাস ও সুদীপা সাহা। জওহরলাল নেহেরু রোডের উপর একটি বহুতলের ১১ তলায় ঝাঁ-চকচকে 'প্লেসমেন্ট সেন্টার'খুলে বসে তারা। তবে শেষরক্ষা হল না। শেক্সপিয়র সরণি থানায় প্রতারিতদের অভিযোগে শনিবার গ্রেফতার করা হল এই দুই প্রতারককে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই প্লেসমেন্ট সেন্টারের মালিক বলে তবে অভিযোগ, হাতে টাকা পাওয়ার পর থেকেই নানা টালবাহানা শুরু করে তারা। আবেদনপত্রে ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে বেশ কয়েকজনকে কানাডা পাঠানো যাবে না বলে জানায় বর্ণালী ও সুদীপা। জানিয়ে দেওয়া হয় আবেদনকারী সবাইকে কানাডা পাঠানো সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে কানাডায় না যেতে পেরে এই প্লেসমেন্ট সংস্থার কাছে প্রদেয় অর্থ দাবি করেন প্রতারিতরা। একাধিকবার তাদের ঘুরিয়েও অর্থ ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে একদিকে কানাডা না যেতে পেরে অপরদিকে টাকা

নিজেকে পরিচয় দিত বর্ণালী, অপরদিকে সুদীপা সংস্থার ম্যানেজার বলে পরিচয় দিত। আর বিভিন্ন জায়গায় কানাডায় চাকরির বিজ্ঞাপনও দেয় এই প্রতারক জুটি। কী ছিল সেই বিজ্ঞাপনে? পুলিশ সূত্রে খবর, তাতে বলা হয় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কানাডায় আকর্ষণীয় চাকরির সুযোগ মিলবে। আর এই চাকরিতে বেতনের পরিমাণ নাকি এতটাই, ঋণ নিলেও সহজেই তা শোধ করা যাবে। পাতা ফাঁদে পাও দেন বেশ কয়েকজন যুবক। নিজেদের সারা জীবনের সঞ্চয় তুলে দেয় এই প্রতারকদের হাতে। বেশ কয়েকজন জমি বা বাড়ি বন্ধক রেখেও কানাডায় যাওয়ার অর্থ জোগাড় করেন। বেশ কয়েকটি ফর্মও ফিলাপ করানো হয় তাদের দিয়ে। ফেরত না পেয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিত যুবকেরা। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। খোঁজ মেলে ১৬ জন প্রতারিত চাকরি প্রার্থীর। তদন্তে জানা প্রায় চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছে এই দুই মহিলা। পুলিশ তদন্ত শুরু করার খবর পেয়ে প্লেসমেন্ট সংস্থার অফিস বন্ধ করে গা-ঢাকা দেয় দুই মহিলা। পরে মোবাইলের টাওয়ার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে গ্রেফতার করা হয় এই দুই প্রতারককে। এই প্রতারণার পিছনে আরও কেউ জড়িত নাকি শুধুমাত্র দু'জনেই জড়িত না জানতে ধৃতদের জেরা শুরু করেছে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রেগুলি মানুষদের সম্মানিত করা হল হ্যালো কলকাতার পক্ষ থেকে। পরিচালক আশিস বসাক এই পুরস্কার তুলে দেন প্রশান্ত শ্রী, রবি জয়সওয়াল, অ্যাঞ্জেলা রাহা, সৃষ্টিধর প্রামাণিক, গৌরাঙ্গ মণ্ডল, কাজল ঘোষ, সায়ন্ত মোদক, সুজয় বিশ্বাস, শিবশংকর বক্সি, গণেশ ঘোষ, নারায়ণ মজুমদার, রাগীনী বৈদ্যকে। *ছবি: অরিজিৎ গাঙ্গুলী*

আজ ঝিলমিল বস্তির মাদারতলা ঝিলের উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার: রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় বরো ১০-এর ৯৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ঝিলমিল বস্তির মাদারতলা ঝিলের শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, উপস্থিত থাকবেন শ্রী তপন দাশগুপ্ত মাননীয় চেয়ারম্যান বরো ১০ ও শ্রীমতী অর্চনা সেনগুপ্ত মাননীয় পৌরপ্রতিনিধি ওয়ার্ড ৯৮। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন অরূপ বিশ্বাস, মাননীয় মন্ত্রী (পূর্ত, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর) পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দিলীপকে শোভন দেবের খোঁচা

স্টাফ রিপোর্টার: দিলীপ ঘোষ কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন। ইসলামপুরের জনসভা জনসভা থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতির আক্রমণের এভাবেই পাল্টা জবাব দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শনিবার তিনি বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনে দাদার পুলিশ দিয়েই ভোট হয়েছিল। আমরা আগের চেয়ে বেশি আসন জিতেছি। উলুবেড়িয়াতে উপনির্বাচনে দাদার পুলিশই ভোট করিয়েছিল। সেখানে আমাদের জয়ের মার্জিন বেড়েছে। উনি তথ্য না জেনে অশিক্ষিতের মতো মন্তব্য করেন। তথ্য জেনে মন্তব্য করা উচিত তাঁর।'

মহালয়ার দিন সারা বাংলায় রুটমার্চ করবে আরএসএস

স্টাফ রিপোর্টার: মহালয়ার দিন সারা বাংলায় রুটমার্চ করবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। প্রায় ২০ হাজার সংঘ সদস্য এবং কর্মী সারা বাংলার পাড়ায়-পাড়ায় সোমবার রুটমার্চে অংশ নেবেন। দারিভিটা উচ্চবিদ্যালয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছাত্র-মৃত্যু, নাগেরবাজারে তৃণণূল কংগ্রেস পার্টি অফিসের নিচে বোমা বিস্ফোরণ এবং তার ফরস্বরূপ শিশু মৃত্যুর ঘটনার পর রাজ্য রাজনীতি রীতিমতো উতপ্ত। পুজোর আগেই শাসক-বিরোধীরা পরস্পরকে বাক্যবাণ প্রয়োগে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে, বাংলার কোণায় কোণায় আরএসএসের রুটমার্চ নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই দারিভিটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘকেই বিনা প্রমাণে দোষারোপ করার অভিযোগে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকছে সংঘ। দক্ষিণবঙ্গে সংঘের এক মুখপাত্র জানান, শান্তিপূর্ণ রুটমার্চে সংঘের নির্দিষ্ট পোশাক পরিহিত এবং সাধারণ পোশাকের কর্মীরাও থাকবেন। শুধুমাত্র খাকি পোশাকের কর্মীদের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার হবে। তবে সাধারণ পোশাকের কর্মীরা ও কর্মীদের সংখ্যা গণনার মধ্যে রাখা হয় না। যদি তা হিসেব করা হয়, তবে সংখ্যাটি অনায়াসেই ২০ হাজার ছাড়িয়ে বহুদূর যাবে। প্রতিটি জেলার সদর, ছোট শহর, পাড়া এবং কলকাতার এবং লাগোয়া এলাকায় রুটমার্চ বের হবে। সংঘের রুটমার্চের একটি পদ্ধতি আছে। ৪০ মিনিটের মধ্যে ৩/৫ কিলোমিটার হেঁটে যাবেন সংঘ সদস্যরা। সঙ্গে থাকবেন আরএসএস ব্যান্ড। বাজবে দেশাত্মবোধক গানের সুর। সংঘের কর্মসূচিতে রুটমার্চ নতুন কিছু নয়। প্রতি বছরেরই এটি একটি ঘোষিত কর্মসূচি। তবে এ বছরে অনেক বড় করে হবে। অবশ্যই প্রশাসনের নজরে পড়বে। বিজেপির আর্দশগত গুরু আরএসএস সম্পর্কে আক্রমণের রাস্তা নিয়েছে তৃণমূল। শুধুমাত্র ইসলামপুরের দারিভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনাই নয়, নাগেরবাজারের বোমা বিস্ফোরণের পিছনেও খুনের চেষ্টা করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। পাল্টা, পাঁচুকে নাকশাল বলেছে বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ কতটা চড়বে তা বোঝা যাবে মহালয়ার পরেই।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে একসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তাকে সামনে রেখে শনিবার র‍্যালি করা হয়। সহযোগিতায় কলকাতা পুরসভা। *ছবি: অরিজিৎ গাঙ্গুলী*

প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার, পুলিশের জালে দুই

স্টাফ রিপোর্টার: ফের শহরে উদ্ধার প্রচুর গাঁজা। পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই গাঁজা পাচারকারী। শুক্রবার গভীর রাতে ই এম বাইপাসের একটি জায়গায় একটি লরি আটক করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় দু'জন গাঁজা পাচারকারীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেঙ্গল কেমিক্যাল ক্রসিংয়ের কাছে একটি চাল বোঝাই ট্রাক আটকায় কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। ট্রাকে তল্লাশি চালালে বিষয়টি সামনে আসে। ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয় ২৪০৭ কেজি গাঁজা। ২২২টি প্যাকেটে করে ওই গাঁজা শহরে নিয়ে আসা হয়েছিল। মাদকের প্যাকেটগুলি চালের বস্তার নিচে রাখা হয়েছিল। উদ্ধার গাঁজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। গ্রেফতার করা হয় দুই গাঁজা পাচারকারীকে। তাদের নাম নজরুল মণ্ডল ও বিজন হালদার। নজরুল সোনারপুরের বাসিন্দা। বিজনের বাড়িও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল, সড়ক পথে রাজ্যে নিষিদ্ধ মাদক ঢুকতে পারে। সেই মতো নজরদারি কড়া করেছিল তারা। তল্লাশি অভিযানও চালায়। আর তাতেই সাফল্য আসে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা জেরায় না কি জানিয়েছে, অসমের নগাঁও জেলা থেকে বিশাল পরিমাণে গাঁজা কেনে তারা। তারপর ট্রাকে করে শহরে আনে সেই গাঁজা। শহরে খদ্দের খুঁজে তাদের কাছে সেই গাঁজা বিক্রি করাই ছিল ধৃতদের উদ্দেশ্য। এই প্রথম নয়, শহরে এর আগেও নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসেই শহরের বুকে বড়সড় মাদক পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করে পুলিশ। ময়দান থানা এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ 'ইয়াবা' মাদক। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার শহরে উদ্ধার হল দু'হাজার কেজিরও বেশি গাঁজা।

টেস্ট টিউব বেবি, বহু প্রশ্নের সমাধান বিশিষ্ট চিকিৎসকের

স্টাফ রিপোর্টার: দেখতে দেখতে চল্লিশটা বসন্ত পার করে ফেললেন বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি, বর্তমানে দুই সন্তানের জননী ল্যুই ব্রাউন। আমাদের দেশের প্রথম বিতর্কিত নলজাতক সফটওয়্যার প্রোফেশনাল কানুপ্রিয়া 'দুর্গা' আগরওয়াল নিজের কর্মক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এরকমই অসংখ্য নলজাতক আমাদের সহ নাগরিক। অথচ বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা নিয়ে অনেকেরই ধারণা স্বচ্ছ নয়। এবিষয়ে সবিস্তার জানালেন ক্রেডেল ফার্টিলিটি সেন্টারের অধিকর্তা ও আইভিএফ স্পেশালিস্ট ডা এস এম রহমান।

কেরালার ভয়ানক বন্যা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রকৃতির রোষের কাছে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি কত ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ। নাগাড়ে পরিবেশ দূষণ একদিকে যেমন আচমকা প্রকৃতির রোষ ডেকে আনছে, তেমনই অন্যদিকে মানুষ সহ সমগ্র প্রাণী জগতের উর্বরা শক্তি ক্রমশ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই অজস্র দম্পতির কোল থাকছে ফাঁকা। অবশ্য মেডিক্যাল সায়েন্সের হাতে আছে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার অনেক হাতিয়ার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষার একে বলে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক বা এআরটি। এই এআরটির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সব থেকে কার্যকর পদ্ধতিটিই আইভিএফ বা ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, সাধারণ মানুষের কাছে এই পদ্ধতিটিই টেস্ট টিউব বেবি নামে পরিচিত।

যখন কোনও দম্পতি স্বাভাবিকভাবে সন্তান উৎপাদন করতে পারেন না, তখন বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে পরীক্ষা করে কারণ নির্ধারণ করেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে শুরুতেই স্পার্ম কাউন্ট ও হরমোন পরীক্ষা করা হয়। আর ইচ্ছুক মায়েদের ওভারি, ইউটেরাস, ফ্যালোপিয়ান টিউব পরীক্ষা ও হরমোনের সমস্যা আছে কিনা জেনে নিয়ে সেই মত চিকিৎসা করা হয়। পলিসিস্টিক ওভারি বা ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লকেজ থাকলে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। এতেও কাজ না হলে তখন অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিকের সাহায্য নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ওষুধ দিয়ে ডিম্বাণু শুক্রণু নিঃসরণকে প্রভাবিত করা হয়। ওষুধ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ডিম্বাণু শুক্রাণু সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে গর্ভ সঞ্চার করাই অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিকের মূল কথা। তবে এআরটি মানেই যে টেস্ট টিউব বেবি তা কিন্তু নয়।

এই মূহূর্তে আমাদের দেশের প্রায় ২৭.৫ মিলিয়ন দম্পতি সন্তানহীনতার সমস্যা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তবে বন্ধ্যাত্বের ঘটনা প্রাচীনকাল থেকেই। তখন অবশ্য সন্তানহীনতার জন্যে কেবল নারীকেই দোষারোপ করা হত। ইদানিং লাইফ স্টাইলের ব্যাপক পরিবর্তন ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে বন্ধ্যাত্ব বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এর সমাধানের উপায় নিয়ে গবেষণা চলছে বহু বছর যাবত। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই ব্রিটেনের দুই গবেষক চিকিৎসক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিক স্টেপটো ও ভ্রূণবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ রবার্ট এডওয়ার্ডের মিলিত উদ্যোগে জন্ম হল বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবি ল্যুইস জয়

ব্রাউনের। সেই বছরেই দুর্গাপুজোর ঠিক আগে ৩ অক্টোবর কলকাতার জন্ম হল বিশ্বের দ্বিতীয় নলজাতক কানুপ্রিয়া আগরওয়ালের। স্রষ্টা ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আদর করে নাম রাখলেন দুর্গা। সেই সময়ে স্বীকৃতি না পেলেও পরবর্তীকালে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ই যে এদেশের বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার সূত্রপাত করেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাই হোক, গবেষণা এখানে থেমে থাকেনি। বিজানীরা নারীর অনুর্বরতা বা পুরুষের অক্ষমতাকে শেষ নেতিরেখা বলে মেনে নিতে রাজি নন। তাই মায়ের শরীরের বাইরে গবেষণাগারে ভ্রূণ সৃষ্টি করে ইচ্ছুক মায়ের গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই ব্যাপারটাই সাধারণ মানুষের কাছে টেস্ট টিউব বেবি নামে পরিচিত।

এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রথমেই বহু বাবা-মাকে কাউন্সিলিং করা হয়। এরপর ধাপে চিকিৎসা শুরু হয়। প্রথমে বিভিন্ন হরমোন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করে আলট্রা সাউন্ডের সাহায্যে মহিলার ডিম্বানু সংগ্রহ করা হয়। এরপর তাঁর স্বামীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে ডিম্বাণু শুক্রাণুর মিলন ঘটানো হয়। এরপর ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করে সব থেকে ভাল দুটি ভ্রূণ মাতৃগর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। ঝটপট পড়ে ফেললেন ঠিকই কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও এত সরল নয়। অনেক খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর তবেই ডিম্বানু শুক্রানুর মিলন ঘটিয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি। এরপর গর্ভে প্রতিস্তাপনে পর নিয়মিত আলট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে ভূণের অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি জানতে হবে। প্রতিনিয়ত মনিটরিং এর পর সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আশা করা যায়। স্বাভাবিকভাবে জরায়ুতে ভূণের জন্ম হলে তাকে বলে ইন ভিভো ফার্টিলাইজেশন আর কৃত্রিমভাবে ভ্রূণ তৈরির ডাক্তারি নাম ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন।

বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয় করার পরে প্রথমে সেই কারণগুলিকে দূর করা হয়। এরপর সন্তান না এলে তখন আইভিএফ-এর কথা ভাবা হয়। যখন ইচ্ছুক মায়ের ফ্যালোপিয়ান টিউবে কোনও বাধা থাকে, তখন আইভিএফ এর সাহায্যে ডিম্বাণু বাইরে এনে ফার্টিলাইজ করানো হয়। এরপর ভূণ জড়ায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। ওভোলিউশন বা ডিম্বাণু নিঃসরণে কোনও রকম ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। ইচ্ছুক বাবার ওলিগোস্পার্মিয়া অর্থাৎ শুক্রাণুর পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় যথেষ্ট কম থাকলেও তখন আইভিএফ এর সাহায্যে সন্তান উৎপাদনের কথা ভাবা হয়। এছাড়া স্পার্মিয়ের অন্যান্য সমস্যাতেও আইভিএফ করা হয়। আবার মায়ের এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে অন্য পদ্ধতিতে বিশেষ কাজ হয় না। তখন আইভিএফ-এর সাহায্য নিতেই হয়। এছাড়া আনএক্সপ্লেন্ড ইনফার্টিলিটি (অর্থাৎ কোনও কারণ ছাড়াই সন্তানহীনতা) থাকলে সন্তান ধারণের একমাত্র উপায় আইভিএফ। সুতরাং বন্ধ্যাত্ব নিয়ে হাহুতাশ না করে সু-চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে কোলে তুলে নিতে পারেন আকাঙ্খিত সন্তান।

'বলো দুর্গা মা কি' ক্যাম্পেন লঞ্চ করল বিগএফএম। আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে এই ক্যাম্পেন শুরু হল। **নিজস্ব চিত্র**